



97142 - স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি স্বামীর কর্তব্য

প্রশ্ন

স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর কর্তৃত্বশীল। স্বামীর ইলম ও দ্বীনদারি কোন স্তরে হওয়া আবশ্যিক? উদাহরণস্বরূপ যদি স্ত্রী বা সন্তানরা শরিয়তে নষিদিধ কোন কাজ করে স্বামী কি আমানত নষ্ট করা ও নষিদিধ কাজটি করার আগে তাদেরকে উপদেশে না দায়ের জন্য গুনাহগার হবে ও আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নকেকার স্বামীর বশেষিটিয় জানার জন্য 5202 নং ও 6942 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:

“পুরুষ তার পরিবারের কর্তা ও তার অধীনস্তদের ওপর কর্তৃত্বশীল”। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহিহ হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে। পুরুষ ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদের শিক্ষা ও প্রতিপালনের দায়িত্বশীল। যে ব্যক্তি এতে কসুর করায় তার স্ত্রী কিংবা সন্তানরা কোন পাপে লিপ্ত হয় সে ব্যক্তি গুনাহগার হবেন। কারণ সে ব্যক্তি তাদের শিক্ষা না পাওয়া ও প্রতিপালন না পাওয়ার কারণ। আর যদি সে ব্যক্তি কসুরকারী না হন, কিন্তু তার পরিবারের কোন সদস্য পাপে লিপ্ত হয়; তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। কিন্তু তারা পাপে লিপ্ত হওয়ার পরও তার উপর কর্তব্য তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, উপদেশে দেয়া; যাতে করে তারা শরিয়ত গ্রহণে যত্ন করে কাজে লিপ্ত হয়েছে সেটি বর্জন করে।

শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান (রহঃ) বলেন:

সন্তানদেরকে শিক্ষাদান শুরু হবে তারা বুঝবান বয়সে পৌঁছা থেকে। তখনই তাদের তা'লীম (শিক্ষা) ও তারবয়িত (প্রতিপালন) শুরু হবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সাত বছর বয়সে সন্তানদেরকে নামাযের আদেশে দাও, দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের মাঝে বহিানা আলাদা করে দাও।” [সুনানে আবু দাউদ, হাদিসিটি সহিহ]

অতএব কোন বাচ্চা যখন বুঝদার হওয়ার বয়সে পৌঁছবে তখন তার পতিকে নির্দেশে দেয়া হবে যাতে করে তাকে তা'লীম দেয় ও



ভাল তারবয়িত দিয়ে— কুরআন শিক্ষা দায়ের মাধ্যমে, সাধ্যানুযায়ী কিছু হাদিস শিক্ষা দায়ের মাধ্যমে, শিশুর বয়সের উপযুক্ত ইসলামী বধিবিধান শিক্ষা দায়ের মাধ্যমে, তাকে ওয়ু শখিনাণে, নামায শখিনাণে, ঘুমেরে যকিরি আযকার শখিনাণে, ঘুম থেকে ওঠার যকিরি-আযকার শখিনাণে, পানাহারেরে যকিরি-আযকার শখিনাণের মাধ্যমে। কারণ বাচ্চা যখন বুঝদার হওয়ার বয়সে পৌঁছে তখন তাকে যা নরিদশে দায়ো হয় ও যা থেকে নষিধে করা হয় সে তা বুঝতে পারে। অনুরূপভাবে তাকে অনুপযুক্ত বিষয়াবলী থেকে বারণ করা হবে। তার কাছে তুলে ধরা হবে যে, এসব কাজ করা নাজায়যে; যমেন- মথিয়া কথা বলা, চোগলখুরী করা ইত্যাদি। এভাবে তাকে ছোটবেলা থেকে ভাল গুণ অর্জন ও মন্দ গুণ বর্জনরে উপর প্রতপালন করা হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছু মানুষ তাদের সন্তানদের সাথে এটি করার ক্ষেত্রে গোফলে। অনেকে মানুষ তাদের সন্তানদের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে না। তাদেরকে সঠিক দিক নরিদশেনা দিয়ে না। তাদেরকে অবহেলার উপর ছড়ে দিয়ে। নামাযেরে নরিদশে দিয়ে না। ভাল কাজেরে দিক নরিদশেনা দিয়ে না। বরঞ্চারে তারা অজ্ঞতার ওপর ও অসুন্দর চরিত্রেরে ওপর বড় হয়। খারাপ ছলেদেরে সাথে মশি। রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। লখোপড়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে না। এভাবে অনেকে খারাপ চরিত্রেরে ওপর অনেকে মুসলিমি যুবক বড়ে উঠছে তাদের পিতাদের অবহেলার কারণে। অথচ তারা তাদের সন্তানদেরে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেসার মুখোমুখি হবে। কেননা আল্লাহ তাদেরকে সন্তানদেরে দায়িত্ব দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সাত বছর বয়সে সন্তানদেরকে নামাযেরে আদেশে দাও, দশ বছর বয়সে নামাযেরে জন্ম প্রহার কর এবং তাদের মাঝে বহিনা আলাদা করে দাও।” এটি নরিদশে ও দায়িত্বারোপ। তাই যে ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে নামাযেরে নরিদশে দিয়ে না সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে নরিদশেরে লঙ্ঘন করে এবং হারাম কাজ করে, তার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা আবশ্যিক করছিলেন সেটা বর্জন করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেকে তার অধীনসুতদেরে সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করা হবে।” [সহি বুখারী ও সহি মুসলিম] কিছু দুঃখজনক হলো কিছু পিতা দুনিয়াবী কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। তারা তাদের সন্তানদেরে প্রতি ভ্রুক্ষেপে করে না। তাদেরকে সামান্য সময়ও দিয়ে না। তার সকল সময় দুনিয়ার কাজেরে জন্ম। মুসলিমি দেশেগুলোতে এটি বিপদজনক বিষয়। এ কারণে তাদের সন্তানরো খারাপভাবে বড় হচ্ছে। তারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কোন কল্যাণ করছে না। **ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم** (সুমহান ও সুউচ্চ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন উপায় ও শক্তি নাই)।

[আল-মুনতাক্বা মনি ফাতাওয়াশ শাইখ আল-ফাওয়ান (৫/২৯৭, ২৯৮; প্রশ্ন নং ৪২১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।